দৈনিক সংবাদ

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

032

তারিখ 27 OCT 1988
পৃষ্ঠা 10 কলাম 3

দিনাজপুরে মাধ্যমিক শিক্ষা বিঘ্নিত

দিনাজপুর, ২৫শে অক্টোবর (নিজস্ব সংবাদদাতা)।—দিনাজপুরের ১৩টি উপজেলায় মাধ্যমিক ও নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে লেখাপড়া বিঘ্নিত হচ্ছে।

অপ্রতুল সরকারী মঞ্জুরি, প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষক ও শিক্ষা উপকরণের অভাব, বই-পুস্তক ও কাগজের মূল্যবৃদ্ধি, বিদ্যালয়গুলোতে প্রয়োজনীয় বেঞ্চ, টেবিল, চেয়ার ও অন্যান্য আসবাবপত্রের প্রকট অভাব দেখা দিয়েছে এবং প্রায় সকল বিদ্যালয় ঘর জরাজীর্ণ হয়ে পড়েছে।

প্রায় ২০ লাখ জনসংখ্যা অধ্যুষিত ১৩টি উপজেলায় মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ২শ ১২টি ও নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৫৬টি। এর মধ্যে সরকারী বিদ্যালয়ের সংখ্যা বালক ২টি ও বালিকা ৪টি এবং মাদ্রাসার সংখ্যা ১শ ৪৮টি।

দেড় যুগ অতিক্রম হলেও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রয়োজনীয় সংস্কার ও উন্নয়নের কাজে হাত দেয়া হয়নি। ফলে জেলার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে সমস্যা বেড়েই চলেছে।

অধিকাংশ বিদ্যালয়ে বেড়া নেই, ছাউনি নেই। অনেক বিদ্যালয়ের বেড়া ভাঙ্গা। ফলে ছাত্র-ছাত্রীদেরকে খোলা আকাশের নীচে ক্লাস করতে হচ্ছে। এ বছর পর পর ৩ দফা বন্যায় মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় ৫৮টি ও ৩১টি মাদ্রাসা ভবন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত এ সকল বিদ্যালয় ভবনের প্রয়োজনীয় মেরামত ও সংস্কার আজ পর্যন্ত করা হয়নি। অনেক ক্ষেত্রে বিদ্যালয়ের ক্লাস বসে গাছতলায় কিংবা পার্শ্ববর্তী কোন বাড়ীর বৈঠকখানায়। অধিকাংশ বেসরকারী মাধ্যমিক ও নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে টেবিল, চেয়ার, বেঞ্চ ও ব্লাকবোর্ডের অভাব রয়েছে প্রচুর। বেঞ্চের অভাবে বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের দাঁড়িয়ে বা মেঝেতে বসে ক্লাস করতে হয়। সকল বেসরকারী মাধ্যমিক ও নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষকের অভাব রয়েছে। এ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বর্তমানে প্রয়োজনের তুলনায় এক-তৃতীয়াংশ শিক্ষকের পদ শূন্য রয়েছে। ফলে বিদ্যালয়গুলোতে লেখাপড়া ব্যাহত হচ্ছে। প্রতিবছর বিদ্যালয় উন্নয়নের জন্য অর্থ মঞ্জুরি দেয়া হয় তা প্রয়োজনের তুলনায় খুব কম। অধিকাংশ বিদ্যালয়েই কোন বিজ্ঞানাগার নেই। আর যেসব বিদ্যালয়ে বিজ্ঞানাগার আছে সেগুলোতে সরঞ্জামের অভাব রয়েছে।

জেলার দু'একটি বিদ্যালয় বাদে প্রায় সকল মাধ্যমিক ও নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়েই ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য খেলার কোন সরঞ্জাম নেই। অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই খাবার পানির তীব্র সংকট রয়েছে। যে নলকূপ রয়েছে অধিকাংশ সময় তা বিকল থাকে। শৌচাগারের সুব্যবস্থা নেই। ফলে দিন দিন ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা হ্রাস পাচ্ছে।